কার্পাসডাঙ্গা পীরপুরকুল্লার দেড় কিলোমিটার রাস্তার অর্ধেক পুকুরে বিলিন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা নতুন পাড়া হতে ঠাকুরপুর পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত প্রধান সড়কের প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার অর্ধেক পাশ্ববর্তী পুকুরে বিলিয়ন হয়েছে।

সামনে বর্ষা মৌসুমে পুরো রাস্তা পাশের পুকুরে বিলিয়ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পীরপুরকুল্লা গ্রামের যুবসমাজের প্রতিনিধি আজগর আলীসহ বেশ কয়েকজন জানান আমরা প্রতিবছর যুবকরা মিলে গ্রাম থেকে টাকা ও বাঁশ তুলে রাস্তার ধারে পুকুরে প্যালাসাইড দিয়ে কোন রকমে রাস্তাটি টিকিয়ে রেখেছি। ইতিমধ্যই অর্ধেক রাস্তা পুকুরে বিলিয়ন হয়েছে। এবার বর্ষা মৌসুমে পুরো রাস্তা বিলিয়ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা আরো জানান এ রাস্তাটি দিয়ে চার পাঁচ গ্রামের লোকের যাতায়াত। প্রতিনিয়ত ৫/৬ হাজার লোক এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে। বর্ষাকালে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এ পথ দিয়ে যেতে পারেনা।

গর্ভবতী মায়েদের ভোগান্তির কথা তো বলে শেষ করা যাবেনা। তারা বলেন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে বর্তমান সাংসদ চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনসহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। এ রাস্তাটি তিনি করার ব্যাবস্থা করলে গ্রামবাসী তাকে সারাজীবন মনে রাখবে।

জনসাধারনের চরম ভোগান্তির কথা চিন্তা করে দ্রুত এ রাস্তাটি পিচ করনের দাবী জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর এমপির আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

দামুড়হুদার পীরপুরকুল্লায় বিয়ের ৫ দিনের মাথায় প্রেমিকের সাথে লাপাত্তা নববধূর

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামে বিয়ের ৫ দিনের মাথায় ঘরে স্বামী রেখে প্রেমিকের হাত ধরে নববধূর লাপাত্তা হবার ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে,পীরপুরকুল্লা গ্রামের নতুন পাড়ার নাজিম উদ্দীন (কালু) ছেলে প্রবাসী আশরাফের কন্যা সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী আরফিনার দুধপাতিলা গ্রামের এক গরু ব্যাবসায়ী ছেলের সাথে ৫ দিন পূর্বে বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তার পরিবার বড়লোক ছেলে দেখে বিয়ে দিলেও তার মন পড়ে থাকে যশোরের প্রেমিকের প্রতি। ঘরে একদিকে নতুন জামাই আরেক দিকে আরফিনার ছোট মার আত্মীয় পরিচয়ে হাজির যশোরের সে প্রেমিক। দুদিন সে প্রেমিক তার বাড়িতে অবস্থান করে সুযোগ বুঝে গত শুক্রবার আরফিনা ও তার প্রেমিক পাড়ি জমায় যশোরে।

পরবর্তীতে আরফিনার পরিবার আজ শনিবার যশোরে গেছে আরফিনা ও তার প্রেমিকের পরিবারের সাথে বসে সমাধান করতে।আরফিনার দাদী জানান আরফিনার স্বামী তো তাকে আর নেবেনা। এখন সেখানেই দিতে হবে।আরফিনার মা জানান মেয়ে তার কাছে চলে গেছে এখন দেখা যাক কি হয়।স্থানীয় অনেকে নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন আরফিনার মা ও তার ছোট মা যশোরের ছেলের সাথে প্রেমের সব সম্পর্ক জানে। ওর ছোট মা ছেলেকে ডেকে এনে তার হাতে কৌশলে তুলে দিয়ে এখন নাটক করছে।কারন আরফিনার বাবা প্রবাসে থাকে সে জানলে তাদের বকাবকি করবে।
ঘরে নতুন স্বামী রেখে প্রেমিকের হাত ধরে চলে যাওয়ার আরফিনার প্রতি ছি ছি রব উঠেছে এলাকায়।সেই সাথে আরফিনার বাল্য বিবাহ দেবার সাথে জড়িত তার অভিভাবক, ঘটক ও যিনি বিবাহ পড়িয়েছেন তার কঠোর শাস্তির দাবী তুলেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।